(MIPS)

প্রকল্পের অধীনে ইয়ুথ পিস এম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াই.পি.এ.জি) গঠনের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে মুজিবনগরের পর্যটন মোটেলের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরের পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের সমন্বয়কারী মো: ওয়াজেদ আলী খানের সভাপতিত্বে এবং তারই সঞ্চালনায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন এমআইপিএস প্রকল্পের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস.এম. রাজু জবেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন সভার সভাপতি মো: ওয়াজেদ আলী খান, এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো: আশরাফুজ্জামান।

সভায় পিস এম্বাসেডর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবুল হাসান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিনিধি মো. খাইরুল বাশার, শিক্ষিকা ঝরনা খাতুন, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক, সাংবাদিক মো হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়া ছাত্রদল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্র প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে ছাত্রদলের যুগ্ন সম্পাদক মো রিয়াজ সেখকে ওয়াই.পি.এ.জি কো-অর্ডিনেটর এবং সহ-সমন্বয়কারী হিসেবে মুজিবনগর ব্লাড গ্রুপের ও পলাশি পাড়া সংগঠনের সভাপতি মোছা: মুক্তা খাতুনকে এবং নাদিম আনজুম বিন রেজাকে নির্বাচিত করা হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০ সদস্যের ইয়ুথ পিস এম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াই.পি.এ.জি) কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত সবাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সহিংসতা প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন এবং শপথ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীগত সহিংসতা নিরসনে ওয়াই.পি.এ.জি পিএফজির সাথে একযোগে কাজ করবে, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সকল জনগণকে সম্প্রীতির পথে এগিয়ে নেবে এই প্রতিজ্ঞায় সভা শেষ হয়।

মুজিবনগরে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে ৩ মাসব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক-সমাবেশের অংশ হিসাবে মুজিবনগরের দারিয়াপুর ইউনিয়নে কৃষক-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের আয়োজনে পুরন্দরপুর মোড়ে কৃষকদলের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আহম্মেদের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাধারন সম্পাদক মফিজুর রহমান লিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহব্বায়ক মাহাবুব রহমান, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের আহব্বায়ক আরমান আলী, সদস্য সচিব কুন্নত মিয়া, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ইউনূচ আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহব্বায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির।

কৃষক সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া বাংলার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যক্রম করেছিলেন সেই সব উন্নয়ন মূলক তথ্য তুলে ধরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের লেখা একটি পত্র উপস্থিত কৃষকদের মাঝে পাঠ করে শোনানো হয়।

সেই সাথে তৃণমূলের কৃষকরা তাদের সমস্যার কথা, তারেক রহমানের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সমাবেশে তুলে ধরেন।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ গঠনের লক্ষ্যে মুজিবনগরে সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরের পর্যটন মোটেলের হলরুমে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গঠন শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি আয়োজন করা হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ (MIPS) প্রকল্পের অধীনে। মুজিবনগরের শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সাবদার আলী। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মো. ওয়াজেদ আলি খান। সভাটি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ফিল্ড কো- অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

সভায় পিএফজি গঠনের প্রয়োজনীয়তা, গঠনতন্ত্র এবং কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস.এম. রাজু জবেদ।

সভায় উপস্থিত উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহিনুজ্জামান, যুবদল সভাপতি মো. আবুল হাসান, জেলা মহিলা জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য নুরজাহান খাতুন আনজিরা, মহিলা ইউপি মেম্বার আফরোজা রোজ, যুবদলের সাবেক দপ্তর সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন মিলন, এপিপি এডভোকেট সেলিম গাজী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিনিধি মো. খাইরুল বাশার, পেশ ইমাম হাফেজ মো. মতিয়ার রহমান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজ, খ্রিষ্টান প্রতিনিধি মারিও সুশিত মন্ডল, সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি শ্যামল কুমার, দলিত প্রতিনিধি মানু দাশ, শিক্ষক মুন্সি মো. মোকাদ্দেস হোসেন। এছাড়াও, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষাবিদ, এবং সুশীল সমাজের আরও প্রতিনিধিরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সবার সম্মতিক্রমে পিএফজি কো-অর্ডিনেটর নির্বাচিত হন ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট সমাজ কর্মী মো: ওয়াজেদ আলি খান। পিস

অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত হন বিএনপির যুবদলের সভাপতি মো: আবুল হাসান, ইউপি মেম্বার আফরোজা রোজ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মো: খাইরুল বাশার এবং শিক্ষক মুন্সি মো: মোকাদ্দেস হোসেন।

সভায় উপস্থিত সকল প্রতিনিধি রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং জাতিগত সহিংসতা নিরসনে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। পিএফজি কমিটির মাধ্যমে মুজিবনগরের সাধারণ মানুষের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

সভা শেষে সভাপতি মো. সাবদার আলী সবাইকে সম্প্রীতির মুজিবনগর গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠন সম্ভব। এই সভা মুজিবনগরের শান্তি স্থাপনে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে পালিত হলো বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

‘পোকা মাকড় রক্ষা করে পাখির জীবন’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে নিয়ে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২৪। দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে পরিযায়ী পাখি রক্ষা বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল মাহমুদ।

মেহেরপুর ফাউন্ডেশনের পরিচালক নাসের চৌধুরীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কাউসার আলী, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক কালু, জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, দৈনিক কালের কন্ঠ প্রতিনিধি

ইয়াদুল মোমিন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, সাংবাদিক আমিরুল অল্ডাম, হারুনর রশিদ রবি, আকতারুজ্জামান, সিদ্দিকী শাহিন, মাসুদ রানা, তোফায়েল হোসেন, পাভেল মাহমুদ, পিজেইউএস এর নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া।

বক্তারা বলেন, শীতের শুরুতে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির আমাদের এখানে আগমন ঘটে। পরিযায়ী পাখি অনেক দুর দুরান্ত থেকে আমাদের এলাকায় এসে পর্যটকদের আনন্দ দেয়। অতিরিক্ত শীতে পরিযায়ী পাখি নিজ এলাকায় থাকতে না পেরে আমাদের এলাকায় চলে আসে। এসকল আশ্রয়প্রার্থী পরিযায়ী পাখিদের রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

বক্তারা আরও বলেন, পরিযায়ী পাখি বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা মাকড় খেয়ে থাকে। এর ফলে আমাদের ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে অনেক পরিযায়ী পাখি ফসল খেয়েও মারা যায়। এক শ্রেণির পাখি শিকারি বিভিন্ন মাধ্যমে পরিযায়ী পাখিদের হত্যা করে। আমাদের উচিত পরিযায়ী পাখি সংরক্ষনে এগিয়ে আসা।

আলোচনা সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষক, জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ ইনজেকশন ও অবৈধ ভারতীয় মালামালসহ চার চোরাকারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ফেনসিডিল, এক্যুরিয়াম ফিস ও নিষিদ্ধ ইউরিফেলিট্রপিন ইনজেকশনসহ চার চোরাকারবারী কে আটক করেছে বিজিবি।

বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার ভোর ৪ টার দিকে মুজিবনগর বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর বাজারে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে

৬২৬ টি নিষিদ্ধ ইউরিফেলিট্রপিন ইনজেকশন, ৭৫০ পিস এক্যুরিয়াম মাছ, ৫ বোতল ফেন্সিডিল ও ২ টি মোটরসাইকেলসহ ৪ চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটককৃত হলো- মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস পূর্বপাড়ার জহির খাঁ এর ছেলে মানিক (২০), মৃত নূরবকস্ এর ছেলে লাল্টু মিয়া (৩৫), রিয়াজ মল্লিকের ছেলে জাকিরুল হোসেন (৩৩) এবং সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের লৎফর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩৫)।

দুপুরে বিজিবি আটককৃত মালামালসহ আসামীদের মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছেন

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আজ দুপুরে মুজিবনগর বিজিবি ৪ জন আসামিসহ জব্দকৃত মালামাল মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে ব্র্যাক কর্মসূচি পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশন ও মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশন ও মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান এবং মেহেরপুর ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা ব্র্যাক মুজিবনগর কার্যালয় পরিদর্শন করে সংস্থার

উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে অবগত হন এবং সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশনে

উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে কথা বলেন এবং ব্যাকের মাঠ পর্যায়ে টিবি রোগ চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন এবং জেনে কার্যক্রমের প্রসংশা করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার ওপর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা সেবিকাদের সঠিক নিয়মে ডটস প্রদান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়াও এসময় ব্র্যাক জেলা সমম্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ডিসিট্রিক্ট ম্যানেজার অচিন্ত কুমার বোস, মাইক্রোফাইনান্স (দাবি) কর্মসূচীর এরিয়া ম্যানেজার মোঃ জসিম উদ্দিন, ম্যানেজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ম্যানেজার (বিসিইউপি) মোঃ আল আমিন বিশ্বাস,শাখা হিসাব কর্মকর্তা আব্দস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সার সংকট সমাধানে কৃষকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে সার সংকটের সমাধানে মানববন্ধন করেছেন কৃষকরা। আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ও জেলা যুব দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, ষোলটাকা গ্রামের কৃষক সামছুল হক, বক্তব্যে বলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন যোগদান করার পর

থেকে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অফিস পরিচালনা করে আসছেন। তিনি গাংনী কৃষি অফিসে ২০২৩ বিসিআইসি ডিলারদের সাথে সুবিধা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ করেন। ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার, পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অর্থ, কৃষি খামার যন্ত্রপাতি (মেশিনারীজ) বিক্রয়, বিভিন্ন কৃষি প্রনোদনাসহ প্রদর্শনী প্লটের কেলেংকারী ও নানা অনিয়ম দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে কৃষি কর্মকর্তার দূর্নীতি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৬ বছর এক টানা আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকার কারনে তাদের অনুগত বিসিআইসি ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরী করে কালো বাজারে বেশি দামে সার বিক্রয় করছেন। স্বৈরাচার সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের অনুগত ডিলারগণ সারের কৃত্রিম সংকট করছে বলেও বক্তব্য দেন তারা।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ইমরান হোসেন জানান, সারের কোন সংকট নেই। বিসিআইসি ডিলাররা সার উত্তোলন করে বিএডিসি ও সাব ডিলারাদের মাঝে সরবরাহ করছেন, সার চাষীরা হুচুগে পড়ে একই কৃষক তাদের পরিবারের আইডি কার্ড নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার কিনে রাখছেন বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এমনটা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, সরকারী ভাবে সারের কোন সংকট নেই। যদি কোন ডিলার বেশি দামে সার বিক্রয় করে তাহলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

“এসো সবাই ঐক্য গড়ি, সবার অধিকার রক্ষা করি” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার আয়োজনে আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের হল রুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার আগে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনার স্থানে এসে শেষ হয়।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক রফিক উল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. গাজী রহমান।

এসময় তারা মানবাধিকার রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন।

ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোছাঃ দিলারা পারভীনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদসহ
বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা-কাদেরসহ হত্যা মামলার আসামি মেহেরপুরের ১১ জন

ছাত্র-জনতার গণঅভূত্থানে রাজধানীর উত্তরায় নিহত হন মো. আলী হুসেন। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৮৯ জনের নামে মামলা হয়েছে। যেখানে নাম রয়েছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলসহ ১১ জনের।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে নিহতের আত্মীয় মো. মফিজুল ইসলাম সানা ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট (উত্তরা পূর্ব) আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। সিআর মামলা নম্বর – ৪৪/২০২৪ ।

মামলাটিতে আসমিদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা থেকে রয়েছেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল (আসামি নম্বর ১৪১) ও তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল (আসামি নম্বর ১৪২), সদ্য সাবেক মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু (আসামি নম্বর ১৪৩) ও তার ভাই মোঃ শীলু (আসামি নম্বর ১৪৪), মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আসামি নম্বর ১৪৫), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান (আসামি নম্বর ১৪৬), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক অপর সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন (আসামি নম্বর ১৪৮), মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসূল (আসামি নম্বর ১৪৯), মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাসিম বিল্লাহ মতু (আসামি নম্বর ১৫০), সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান নবাব (আসামি নম্বর
১৫১) ও জিনারুল গাজীর ছেলে মুরশিদ আলম লিপু (আসামি নম্বর ১৫২)।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই, আসামিরা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে, আর্থিক সহযোগিতা, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত থেকে আাসামী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের , তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , আইনমন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের নির্দেশনায় বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও উল্লেখিত আসামীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটনের উত্তরা-পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত হয়ে অবস্থান নেয়। এর পর হতে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা এর মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ছাত্র জনতার উপর অর্তকিত গুলি হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অবস্থানরত মো: আলী হুসেনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তাহার পেট, বুক ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে

এবং সে মহাসড়কের উপরে পড়ে থাকে।

এমতাবাস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরবর্তী কোন এক সময় সঙ্গীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা মধ্য থেকে স্বাক্ষীগন সহ কয়েকজন ছাত্র জনতা এসে মো. আলী হুসেনকে হাত পা ধরে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. আলী হুসেনকে মৃত ঘোষণা করে।